প্রথম আলো

তারিখ 15 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে আন্দোলন

# দিনভর বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

বিশেষ প্রতিনিধি ●

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা না নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার কয়েক শ ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। এ কর্মসূচির ফলে প্রায় দিনভর শহরজুড়ে ছিল প্রচণ্ড যানজট, অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেন। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরেও কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা।

এদিকে কোচিং সেন্টারগুলোর উসকানিতেই মেডিকেলে ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ করেছেন বলে মনে করে মন্ত্রিসভা। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শেষে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এ মত প্রকাশ করেন। তবে নম্বরের ভিত্তিতেই মেডিকেলে শিক্ষার্থী ভর্তি করা উচিত বলে নীতিগত মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

সূত্রমতে, মন্ত্রীদের কেউ কেউ আগামী বছর থেকে এ প্রক্রিয়া কার্যকর করার কথা বলেন। আর এ বছর থেকে কার্যকর করা হলে তা আগেই ঘোষণা দেওয়া উচিত ছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক গতকাল মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, মেডিকেলে ভর্তির ব্যাপারে সরকারের নতুন করে আর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই। সরকার আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, এ সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা উপকৃত হবেন।

গতকাল হাইকোর্ট পরীক্ষা পদ্ধতি ছাড়া জিপিএর ভিত্তিতে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তির সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

গতকাল প্রায় দিনভর রাজধানীতে সমাবেশ, মিছিল, রাস্তা অবরোধ, সংবাদ সম্মেলন ও স্মারকলিপি দিয়ে ভর্তি-ইচ্ছুক কয়েক শ শিক্ষার্থী সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দেন। এতে বলা হয়, ঈদের আগে সরকার তাঁদের দাবি না মানলে ২৭ আগস্ট আন্দোলন শুরু করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

## দিনভর বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

শেষ পৃষ্ঠার পর

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শুরু হওয়া সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, কোনো কোচিং সেন্টারের ইন্ধনে তাঁরা সমাবেশে আসেননি। কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা নেই। তাঁরা এসেছেন নিজেদের তাগিদে। এ সময় কেউ কেউ বলেন, মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করলে বুয়েট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত কেন সরকার নিচ্ছে না।

শহীদ মিনার থেকে মিছিল করে শিক্ষার্থীরা যান ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে। সেখানে সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। এর পরে শিক্ষার্থীরা এসে জড়ো হন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায়। তাঁরা রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান নেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল মন্ত্রণালয়ে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি জমা দেয়।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা মেডিকেলে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। বেলা দুইটার দিকে শিক্ষার্থীরা প্রেসক্লাব এলাকা থেকে মিছিল করে শাহবাগ এলাকায় সমবেত হন। শাহবাগ এলাকার সব কটি সড়ক বন্ধ করে শিক্ষার্থীরা বসে পড়েন। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর বাবা ও মা সঙ্গে ছিলেন।

গত রোববার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারণী সভায় পরীক্ষা ছাড়াই এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়।

গতকাল বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে রুল জারি করেন। তবে আদালত বলেছেন, যদি কোনো নোটিফিকেশন (প্রজ্ঞাপন) জারি না হয়, তবে রুলের কার্যকারিতা থাকবে না। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী জিপিএর ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজে ভর্তির সি[illegible] চ্যালেঞ্জ করে রিট আবে[illegible]

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম শুনানি করেন। আর রিটের পক্ষে আবেদনকারী ইউনুস আলী আকন্দ নিজেই শুনানি করেন। আদেশের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, হাইকোর্ট কোনো স্থগিতাদেশ দেননি। তাই ভর্তি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না।

শুনানিতে ইউনুস আলী আকন্দের কাছে আদালত জানতে চান, সরকারি প্রজ্ঞাপনটি কোথায়? জবাবে ইউনুস আলী ভর্তির বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের কথা বলেন। আদালত বলেন, 'পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনো আদেশ দিতে পারি না। প্রজ্ঞাপন আনুন।' এই পর্যায়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এখনো প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি। তাই এ রিট চলতে পারে না।

**বগুড়া প্রতিনিধি** জানান, বগুড়া শহরের সাতমাথা চত্বরে গতকাল মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের সামনে রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে দুপুর ১২টা থেকে দুইটা পর্যন্ত মহাসড়কের দুই পাশে বহু যানবাহন আটকা পড়ে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, জিপিএর ভিত্তিতে মেডিকেলে ভর্তির সরকারি সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর পরই শহরের কোচিং সেন্টারের কর্মকর্তা ও শিক্ষকেরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আন্দোলনে নামার পরামর্শ দেন। গতকাল সাতমাথায় মানববন্ধনের সময় বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের অন্তত পাঁচজন শিক্ষককে (বড় ভাই) আন্দোলনের নির্দেশনা দিতে দেখা গেছে। এর মধ্যে মেহের ইসলাম নামের একজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায় ওমেকা কোচিং সেন্টারের শিক্ষক।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) বগুড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অভিযোগ করেন, 'মেডিকেলে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উসকানি দিচ্ছে কোচিং সেন্টারগুলো।'

তবে কোচিং সেন্টার অ্যাসোসিয়েশনের বগুড়ার সাধারণ সম্পাদক এবং ওমেকা ও প্রাইমেট মেডিকেল কোচিং সেন্টারের পরিচালক ফেরদৌস ওয়াহিদ দাবি করেন, কোচিং সেন্টারগুলোর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ইন্ধন দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় আন্দোলনে নেমেছেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, চট্টগ্রাম জানান, মেডিকেল কলেজে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা গতকাল তৃতীয় দিনের মতো চট্টগ্রাম নগরে মিছিল, স্মারকলিপি পেশ, সংবাদ সম্মেলনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন। এসব কর্মসূচিতে ডিজিটাল ফেস্টুন, ব্যানার ও সদ্য কেনা কাফনের কাপড় দেখা যায়। আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে এসব সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী নাজিম উদ্দিন বলেন, 'আমরা সারা দেশের বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কর্মসূচি পালন করছি। কোনো কোচিং সেন্টারের পরামর্শ মেনে নয়।'

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, কুমিল্লা জানান, শহরের কান্দিরপাড়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হকের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। তাঁরা অবিলম্বে সরকারকে ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানান।

মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে গতকাল সিলেট, রাজশাহী ও ফরিদপুর শহরে মানববন্ধন, মিছিল, সড়ক অবরোধ ও স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।